‘কুম্ভ’-র সন্ধানে চিত্রকর

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান ধুতি পরে। আয়ের টাকায় ছবি তৈরি করেন। কান, লোকার্নোয় যায় সে ছবি। আশিস অভিকুন্তক। নতুন ছবি ‘কুম্ভ’-র কাজে ঘুরে গেলেন কলকাতা। কথা বললেন ইন্দ্রনীল শুক্লা

‘অন্য রকম ছবি বাংলায়? হ্যাঁ, হচ্ছে তাতো জানি। এই তো ‘কাঙাল মালসাট’ দেখলাম। ‘তাসের দেশ’ তৈরি হয়েছে। ছবিগুলো দেখতে অন্যরকম লাগছে। গতানুগতিকের মতো নয় ঠিক। কিন্তু আমি বলছি, এগুলোও আসলে কমার্শিয়াল ছবিই। প্রোডিউসারের থেকে টাকা নিলেই কিন্তু সারপ্লাসের কথা ভাবতেই হচ্ছে। আর লাভের টাকা না তুলতে পারলে পরের ছবির টাকা পেতে সমস্যা। কিউ একজন ভালো পরিচালক। কিন্তু ও যে ছবিটা বানিয়েছে তা-ও আসলে কমোডিটিই। অথচ খুব স্মার্ট কায়দায় বানানো হয়েছে। মনে হচ্ছে আরেব্বাস!’

গড়িয়াহাটের কাছে একটা কফি শপে বসে এক দমে কথাগুলো যিনি বলে যাচ্ছিলেন তিনি আশিস অভিকুন্তক। চলচ্চিত্র পরিচালক। নামের শেষে একটা চাড্ডা আছে। কিন্তু তেমন ব্যবহার করেন না। নাম, পদবী শুনে অন্য রাজ্যের লোক মনে হচ্ছে? এক্কেবারে ভুল ধারণা। অবাঙালি পরিবারের মানুষ হলেও খাস সাদার্ন অ্যাভিনিউতে বড় হয়েছেন তিনি। ডন বসকোতে পড়েছেন। লিখতে, পড়তে অসুবিধা হলেও টানা বাংলায় কথা বলে যেতে কোনও সমস্যা হয় না। আর কলকাতায় থাকলে বাংলায় কথা বলতেই পছন্দও করেন। রোডস আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেমা নিয়ে পড়ান। সাত মাস পড়ান। আর পাঁচ মাস সিনেমা বানান। পড়ানোর সময়টুকু শেষ হয়ে গেলে কলকাতায় ছুটে আসেন। এখানেই যে তাঁর অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব। এখানের অনেক কিছুই যে তাঁর অনুপ্রেরণা। সবসময় ধুতি-পাঞ্জাবি পড়েই থাকেন। বিরাট শীতের সময়টুকু বাদ দিলে বিদেশে ক্লাসও নেন ওই পোশাকেই? বলেন কী! বললেন, ‘এইসব আমার ভালো লাগে।

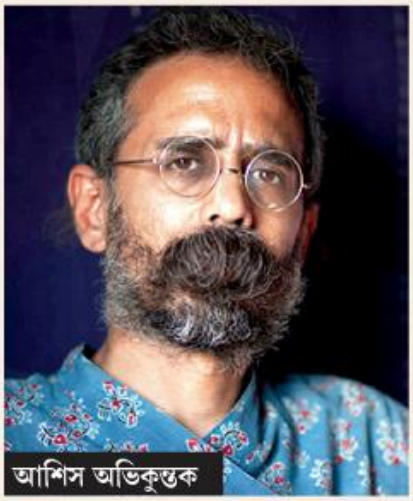
আশিস অভিকুন্তক

শ্যুটিং চলছে কুম্ভে

প্রায় কুড়ি বছর ধরে ছবি বানাচ্ছেন আশিস। এবারও অন্যান্য বারের মতোই কলকাতায় এসেছিলেন একটা ছবির কাজ করার জন্যই। ছবির নাম ‘কুম্ভ’। এখনও পর্যন্ত এটাই ঠিক হয়েছে। পরে পরিবর্তনও হতে পারে। কয়েক মাস আগে ছবির সমস্ত ইউনিট মেম্বারকে নিয়ে শ্যুট করেছেন একেবারে খাস কুম্ভমেলায়। এ দফায় এসেছিলেন আরও কিছু কাজ শেষ করতে। ছবির বিষয় কেমন? স্যামুয়েল বেকেটের ‘ওয়েটিং ফর গোডো’-র একটা স্পিরিচ্যুয়াল

করেন। স্থান, কাল পাল্টে গিয়েছে। এঁরা অপেক্ষা করেন কুম্ভমেলায়। যাঁর জন্য অপেক্ষা তিনি গোডো নন, কল্কি অবতার। এখানেই ভারতীয় হিন্দু দর্শন, স্পিরিচ্যুয়ালিটি আশ্চর্যভাবে মিশে গিয়েছে বিদেশি নাট্যকারের নাটকে। আশিসের কাজ কলকাতায় বসে যাঁরা দেখেননি, তাঁদের জন্য বলা যেতে পারে এটাই কিন্তু আশিসের সিগনেচার স্টাইল। তিনি নিজে বলেন, ‘ফিলোজফিক্যাল ফিল্ম’। যেমন ধরা যাক ‘কালীঘাট অতিকথা’ ছবিটার কথাই। কালীঘাটের মা কালী তাঁর ছবির বিষয়। কালীবন্দনার

মধ্যেই যে ‘ডুয়ালিটি’ আছে সেটা ধরা পড়েছে সেখানে। কিংবা ‘ডান্সিং ওথেলো’। শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি জায়গা করে নিয়েছে সমকালীন ভারতে। কাহিনির মধ্যস্থতায় এসেছে দক্ষিণী কথাকলি নৃত্য! ‘অন্তরাল এন্ডনোট’ ছবিতে আবার তিন জন মহিলা নিজেদের পুরনো দোস্তি ঝালিয়ে নিতে বসেন। আর তখনই সামনে আসে কিছু না জানা কথা, যা অনেকদিন তাঁরা লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখানেও স্যামুয়েল বেকেট। ‘কাম অ্যান্ড

এই সময়
সংবাদপত্র

‘কুম্ভ’-এর সন্ধানে

▶ প্রথম পাতার পর

কিন্তু ভারতীয় সেন্সর বোর্ডের সঙ্গে সমস্যা বেধেছে। সেন্সর বোর্ডে আর ছবি পাঠাতেই চান না আশিস। বললেন, ‘দূর, নিজের পয়সায় ছবি বানাই, যা খুশি তাই বানাবো। কারও অনুমতির কোনও তোয়াক্কাই করি না। লোকার্নো, কান-এর মতো সব চলচ্চিত্র উৎসবে আমার ছবি যায়। একটা তো জাত আছে। তাই আমার ছবি যদি কেউ না দেখে থাকে, বা দেখতে না চায়, সেটা তার দুর্ভাগ্য। আমার তা নিয়ে ভাবার কোনও প্রয়োজন বা সময় নেই।’ কলার তোলা জবাব আশিসের।

তিনি কেমন ছবি পরিচালক? যে কথাটা আজকাল প্রায়ই বলা হয়, সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট গোত্রীয় কি? ‘একেবারেই না। এখানেই মানুষ ভুল করেন আমার সম্পর্কে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালক বললেই ছবি বানানো মানেই ডিপেন্ডেন্স আছে, সেটা মেনে নিতে হয়। আমি সেটাও বিশ্বাস করি না। আমি নিজে যা রোজগার করি তা দিয়েই ছবি বানাই। আমি স্বতন্ত্র এক পরিচালক। নিজের একটা গবেষণামূলক কাজ করার জন্য আমি ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ এই তিন বছর বোম্বের ধরাভি বস্তিতে থেকেছি একসময়ে ৮০০ টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে। কিন্তু স্টাইপেন্ডের টাকা এ-ভাবে তিন বছর ধরে আমার হাতে যা জমে, তাই দিয়েই ‘এটসেট্রা’ ছবিটা বানাই। এখনও তাই। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে যে টাকা হাতে পাই তা জমিয়েই ছবি বানাই। সুতরাং কাউকে পাত্তা দিতে চাই না।’

কমার্শিয়াল আর আর্টহাউস ছবির পর্যায়েও নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে চান না আশিস। তিনি বলেন, ‘এখন পোস্ট ক্যাপিটালিজমের যুগ। পলিটিক্যাল ছবিও এখন অচল। আরে বাবা, কংগ্রেস আর বিজেপি-র মধ্যে কোনও তফাৎ আছে নাকি? একজন হয়তো রেপ করে পালাবে, আর একজন রেপ করার পর খুন করে দিয়ে পালাবে, এটুকুই তফাৎ। ধর্মের নামে তো রাজনীতি হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। আমার মনে হয়েছে, ধর্মের নামে পলিটিক্যালি মিসগাইডেড হয়ে যাওয়া আটকাতেই সত্যিকারের রিলিজিয়াস হয়ে যাওয়াটা জরুরি। সেই চেষ্টাটাই আমি ছবির মাধ্যমে করছি।’ বলতে চাইছেন ‘অমৃত কুম্ভ’-এর সন্ধান? হেসে ফেললেন আশিস!